উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

১ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 February 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

জলের মান দেখবে টাস্ক ফোর্স

রাজ্যে ২২৫ বেআইনি কারখানার হদিস

রাহুল মজুমদার ● শিলিগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে জারবন্দি জলের কারখানা। পরিস্রুত পানীয় জল বলতেই এখন জারবন্দি জলের ওপরেই ভরসা করছে সাধারণ মানুষ। ২০ টাকায় মিলছে ২০ লিটারের জলের জার। এই জারবন্দি জলের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক জায়গায় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে অভিযোগও জমাও পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমীক্ষা করে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি

Q for Quality Quantity
'Question Bank®' also
'Question Bank®' means
'RAY & MARTIN'S®
'Question Bank®' only.

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় একটি করে টাস্ক ফোর্স গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে থাকবেন এলাকার পুর কর্পোরেশনের কমিশনার। টাস্ক ফোর্স গঠনের একমাসের মধ্যে প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই জল জারবন্দি করার ব্যবসা শুরু হয়েছে। মূলত গ্রামগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এই ব্যবসা। একাধিক এলাকাতেই কুয়ো থেকে পাম্প দিয়ে জল তুলে জারবন্দি করে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় পুকুরের জল বা পিএইচই-র জল পাম্পের মাধ্যমে ট্যাংকে ভরে তা জারবন্দি করে বিভিন্ন দামে বিক্রি করা হয়। শিলিগুড়িতেও এই ব্যবসার রমরমা। সম্প্রতি শিলিগুড়ির প্রধাননগর এলাকায় এই ধরনের একটি কারখানাতে অভিযানও চালান পুরনিগমের কর্মীরা। অভিযোগ, এই কারখানাটিরও ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। কোথাও রাজনীতির দাপটে, আবার কোথাও অর্থের জোরে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র ছাড়াই চলছে এই ব্যবসা। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে। সেই সূত্রে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দপ্তরের আধিকারিকরা একাধিক কারখানায় অভিযান চালান। পাশাপাশি এনিয়ে একবছর ধরে সমীক্ষা চলার পর উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, প্রায় ৮০ শতাংশ কারখানারই ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। এছাড়াও জল জারবন্দি করে বিক্রির জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তাও নেই।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় এরকম ৫৬টি কারখানার হদিস মিলেছে। তার মধ্যে মালদায় এই ধরনের কারখানা রয়েছে সবচাইতে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কোচবিহার। মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার হদিস পাওয়া গিয়েছে। এরপরই চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দেয় রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। তাতেই টাস্ক ফোর্স গড়ার কথা বলা হয়। জানা গিয়েছে, ওই দলের প্রাথমিক কাজ হবে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের চিহ্নিত করে দেওয়া কারখানাগুলিতে অভিযান চালানো এবং ওই কারখানার জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা। কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তদন্তের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রতি এক মাস অন্তর ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সচিবের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হাতে এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন, 'আমাদের কাছে নির্দেশিকা আসার পরই আমরা কমিটি তৈরি করেছি। অভিযান চলছে।' জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকার বলেন, 'আমরা এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা এখনও হাতে পাইনি। পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

সরকারি রিপোর্ট

রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর

জল নিয়ে জালিয়াতি

উত্তরবঙ্গের ৫৬টি কোথায় কত

মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর শংসাপত্র নেই

শ্রীজনা লামা — সামসিং

বার্ণে ভরসা ডিসান

সুইচবোর্ডের শর্ট সার্কিটের আগুনে আচমকা সারা শরীর পুড়ে যায় দাদার। আমরা তখন দিশেহারা। হাওড়া'র ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি'র ডিসানে নিয়ে যেতে বলল, ওদেরই একমাত্র বার্ণ ইউনিট আছে। বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হল দাদা। ভোরে ৪ ঘন্টা ধরে চলল অপারেশন। সপ্তাহ তিনেক পর সুস্থ হয়ে দাদা বাড়ি ফিরল। এখন রেস্টে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI | 24hrs EMERGENCY 90516 40000

নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সঈদকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। একদিন আগেই হাফিজের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার সদর দপ্তরের বাইরে যে ব্যারিকেড ছিল পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সেটি ভেঙে দেওয়া হয়। তারপরই হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনুন হোসেন এব্যাপারে একটি অর্ডিন্যান্সে সই করেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে যেসব ব্যক্তি ও সংগঠনকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছিল, সেগুলো পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠনের তালিকাভুক্ত হল। এর মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উদ-দাওয়া, হরকত-উল-মুজাহিদিনের মতো একাধিক সংগঠন। অন্যদিকে, আমেরিকার বাজেটে পাকিস্তানকে অসামরিক খাতে ২৫.৬ কোটি ডলার এবং সামরিক খাতে ৮ কোটি ডলার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানকে আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও কয়েক কোটি ডলার দেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে মার্কিন বাজেট প্রস্তাবে।

পাক ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল জঙ্গিদের ওইসব ঘাঁটি নির্মূল করতে হবে। এছাড়া জঙ্গিদের আর্থিক মদতও দিতে পারবে না পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা এবং মার্কিন বাজেটের অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এব্যাপারে হোয়াইট হাউস বলেছে, পাকিস্তানকে অর্থ বরাদ্দ করলে ওই ভূখণ্ডের স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং আর্থিক উন্নয়নও বাড়বে। সেইসঙ্গে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগও তৈরি হবে। আমেরিকার মতে, জঙ্গি দমনে সামরিক খাতে বরাদ্দ ৮ কোটি ডলারের অনুদান পাকিস্তানের কাজে লাগবে।

মার্কিন চাপে জেইউডি (জামাত-উদ-দাওয়া), এফআইএফ (ফালাহ্-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন) ইত্যাদি

এরপর নয়ের পাতায়

পুণ্ডিবাড়ি থেকে ব্যবসায়ী অপহরণের পান্ডা গ্রেফতার

শালকুমারহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার পলাশবাড়ির চাল ব্যবসায়ী স্বপন দাসের অপহরণ কাণ্ডে মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তার নাম সন্তোষ সরকার। বাড়ি পুণ্ডিবাড়িতে। এই অপহরণ কাণ্ডে সন্তোষ সহ এখন পর্যন্ত মোট নয়জনকে গ্রেফতার করা হল। এরা সকলেই কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান, পলাশবাড়ির ব্যবসায়ী অপহরণের ঘটনায় মাস্টার মাইন্ড সন্তোষ সরকারকে কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি থেকে এদিন গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মোট নয়জনকে ধরা হয়েছে। সন্তোষ সরকারকে বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৬.৩২

ডিজেল- ₹ ৬৬.৮০

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

বিকল্প চায় কোচবিহার, অনড় আলিপুরদুয়ার

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ব্যুরো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দার্জিলিং মেলকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পর সম্প্রসারণের কোনো ভাবনা নেই রেলকর্তাদের- এহেন ঘোষণার পরেও নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। মঙ্গলবার দার্জিলিং মেলকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সেখান থেকেই ফিরতি ট্রেন ছাড়ার দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার দলগাঁও স্টেশনে অনশনে বসে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে আলিপুরদুয়ারের একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন। যদিও এক রেলকর্তার সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুরেই সেই অনশন তুলে নেওয়া হয়। কোচবিহার থেকে দাবি উঠেছে- হয় দার্জিলিং মেলকে নিউ কোচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত চালানো হোক নতুবা বিকল্প হিসেবে এই রুটে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন দেওয়া হোক। এই দাবি সংসদের আগামী অধিবেশনে তুলবেন বলে জানিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। এনিয়ে তিনি রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন বলেও জানিয়েছেন।

ট্রেনের দাবিতে অনশন দলগাঁওয়ে। -সংবাদচিত্র

ট্রেন নিয়ে বিতর্কে এদিনও ফের মুখ খুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থেই নিউ কোচবিহার দিয়ে দার্জিলিং মেলকে চালানো হোক। যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁদের ভাবনার পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছেন রবিবাবু। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। কোচবিহারের একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফেও দার্জিলিং মেলকে সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়েছে। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার বৈদ বলেন, ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার দিয়েই চালাতে হবে। এখন যেহেতু এনজেপি-নিউ কোচবিহার রুটে অনেকটা ডবল লাইন হয়ে গিয়েছে তাই খুব দেরিও হবে না। দাবি মানা না হলে রেলের দপ্তর ঘেরাও করার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর মতে, ট্রেনটি নিউ কোচবিহারে এলে কোচবিহার সহ নিম্ন অসমের মানুষও উপকৃত হবেন। এ নিয়ে তিনি গণ কনভেনশনের কথাও বলেছেন। কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা বলেন, একান্তই যদি দার্জিলিং মেলের সম্প্রসারণ করা না যায় তাহলে বিকল্প হিসেবে কোচবিহার থেকে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন চালানো হোক।

এদিন সকালেই দলগাঁও স্টেশনে অনশন শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। খবর পেয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশনাল ম্যানেজার দলগাঁও স্টেশনে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা সহসভাপতি প্রশান্ত নাহা জানান, রেল আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেও দার্জিলিং মেলের দাবি থেকে সরছেন না। জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ডুয়ার্স রুটেই চালাতে হবে দার্জিলিং মেলকে। কলকাতা যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডুয়ার্সের মানুষের এখন ভরসা শুধু কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। এই রুটে ট্রেন চললে চা বলয়ের হাজার হাজার মানুষ,

এরপর নয়ের পাতায়

দুর্নীতি কাণ্ডে চারজনকে সাসপেন্ড করল কোচবিহার পুরসভা

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আর্থিক তছরুপ কাণ্ডে ধৃত কোচবিহার পুরসভার তিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও এক করণিককে মঙ্গলবার সাসপেন্ড করা হল। গোটা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পুরকর্মীরা সোমবার কর্মবিরতি করার পর এদিন কাজে ফিরলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। পুর চেয়ারম্যান ভূষণ সিং নিজেও এ বিষয়টি নিয়ে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে, এই মামলায় যে চারজন পলাতক রয়েছে তাদের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে সতর্কতা জারির পাশাপাশি তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আর্থিক তছরুপ কাণ্ডে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এদিন সিজেএম কোর্টে ৬১২ পাতার চার্জশিট জমা করে। চার্জশিটে রেবা কুণ্ডু, শুভজিৎ কুণ্ডু, এম এস মোল্লা ও কনকেন্দ্র দাস ছাড়াও যে সাতজন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদের নাম রয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে বলেন, 'চার্জশিটে সব মিলিয়ে ১১ জনের নাম রাখা হয়েছে। পুলিশ এদিন ওই চার্জশিট জমা করেছে। মামলার রিপোর্ট বুধবার হাইকোর্টে জমা করা হবে।'

মঙ্গলবার থেকে পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

-ভূষণ সিং,
চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা

ভবানীগঞ্জ বাজারে পেভার্স ব্লক কেলেঙ্কারিতে সাতজনকে গ্রেফতার করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুরো ঘটনার বিষয়ে পুলিশ বুধবার হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা করবে। আইনজীবীদের একাংশের ধারণা, আর্থিক তছরুপের মতো গুরুতর অভিযোগের পরও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় বিচারপতি পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে পারেন। পাশাপাশি, এই মামলায় জনস্বার্থ মামলা দায়েরকারী সম্রাট কুণ্ডু জেলা পুলিশের কাছ থেকে মামলার তদন্তভার নিয়ে তা সিবিআই-কে দিতে দাবি জানাতে পারেন বলেও তাঁরা মনে করছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই পুলিশ প্রাক্তন পুর চেয়ারপার্সন রেবা কুণ্ডু, তাঁর ছেলে শুভজিৎ কুণ্ডু এবং দুই পুর আধিকারিককে গ্রেফতার করতে না পারলেও তদন্তে অন্য যাদের নাম উঠে এসেছে তাদেরকে গ্রেফতার করে হাইকোর্টে কোনোমতে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চাইছে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রেবা কুণ্ডু বা তাঁর পরিবার কোথায় রয়েছে তা প্রশাসন জানে। মূল অভিযুক্তদের আড়াল করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, প্রায় দুই বছর আগে কোচবিহার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মদন রজকের মৃত্যুর পর থেকে ওয়ার্ডটি কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় রয়েছে।

এরপর নয়ের পাতায়

অন্য স্কুলকে পথ দেখাচ্ছে সুনীতিবালা

দিব্যেন্দু সিনহা ● জলপাইগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের আপৎকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়। তাদের দেখানো পথেই এবার সরকারি হাসপাতালের কাছে মেডিকেল ইউনিট খোলার জন্য সাহায্য চাইছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক নামি স্কুল। এমনকি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকও স্কুলগুলিকে চিঠি দিচ্ছেন সুনীতিবালা সদর গার্লসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মেডিকেল ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে। এদিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই মেডিকেল ইউনিটের উদ্‌বোধন করেন জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। এদিন মেডিকেল ইউনিট উদ্‌বোধনের পরে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত অভ্যাগতরা।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়ের, পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতার একটি স্কুলে এক ছাত্রের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। কলকাতার পরে এই ধরনের ঘটনা যাতে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে না ঘটে এবং ছাত্রী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয় চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের যাতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যায়, তা চিন্তা করেই বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মেডিকেল ইউনিট চালু করা হল। ইউনিটে ৩-৪টি বেড, ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্লুকোমিটার, প্রেসার মাপার যন্ত্র, জীবনদায়ী ওষুধ রাখা হচ্ছে। সবথেকে বড়ো কথা,

মেডিকেল ইউনিট

ইউনিটে একজন প্রশিক্ষিত নার্স থাকবেন। ওই নার্সের সঙ্গে দুজন চিকিৎসকের সবসময় যোগাযোগ থাকবে। কেউ অসুস্থ হলে নার্স দ্রুত যোগাযোগ করবেন কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে। চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হবে। এরপর চিকিৎসক এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

সুনীতিবালা সদর গার্লস স্কুলে মেডিকেল ইউনিট চালুর বিষয়কে অভিনব বলে স্বাগত জানিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলে মেডিকেল ইউনিট খোলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য স্কুলও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে এই ধরনের মেডিকেল ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত। তিনি জানিয়েছেন, জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ে যাতে এই মেডিকেল ইউনিট খোলা হয় তার জন্য স্কুলগুলিতে তিনি চিঠি করবেন। এর জন্য প্রয়োজনে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

এদিন সুনীতিবালা সদর গার্লসে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর, সরকারি আইনজীবী প্রদীপ চ্যাটার্জি, পদ্মশ্রী করিমুল হক, ডা. প্রদীপকুমার বর্মা, ডা. সুমন্ত্র মুখার্জি, ডা. দুলাল গোপ, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাগরিকা দত্ত, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত সহ অন্যরা। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'সদর গার্লসের পক্ষ থেকে অভিনব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হল। আমাদের স্কুলে একটি হস্টেল রয়েছে।

এরপর নয়ের পাতায়

মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়ন কীভাবে করে, আমার কাছে শিখুন মোদি ঃ মমতা

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন সাংসদই কোটিপতি

▸▸ বারোর পাতায়